দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

36

এসএসসি পরীক্ষার মার্কশীট

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের মার্কশীট কবে পাওয়া যাবে কেউ বলতে পারছে না। এ নিয়ে কোন বোর্ড কর্তৃপক্ষই উচ্চবাচ্য করছেন না। কারণ, এবার সব কিছুই হয়েছে কম্পিউটারে। এই কম্পিউটারের দায়দায়িত্ব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কবে এ কাজ শেষ করতে পারবেন তাও জানা নেই। ফলে বিপদে পড়েছে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক মহল।

কারণ, পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই পরবর্তী পড়াশুনার সবকিছু নির্ধারণ করতে হয়। কলেজ নির্বাচন করতে হয়। এ জন্য গ্রামের ছেলেকে হয়ত জেলা শহরে আসতে হয়। কাউকে আবার ছুটতে হয় রাজধানী ঢাকায়। ছুটতে হলে বোর্ডের মার্কশীট প্রয়োজন হয়। এই মার্কশীটের জন্যই ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের নিজের স্কুলে যেতে হয় এবং ইতিপূর্বে পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সাথে মার্কশীট পাঠান হত স্কুলে স্কুলে। তাই মার্কশীট সংগ্রহ তেমন কঠিন ছিল না। কিন্তু এবার বারবার ঘোরাঘুরি করেও মার্কশীটের হদিস মিলছে না। কোন মহল থেকেই নিশ্চিত কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

অপরদিকে কলেজগুলিও কম বিপদে পড়েনি। অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষই ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ভর্তির জন্য পরীক্ষার নম্বর নির্ধারণ করেছে। আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখও ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে, আবেদনপত্রের সাথে সত্যায়িত মার্কশীট থাকতে হবে। পত্রিকায় সাফল্যের খবরের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া যাবে না। এখন দেখা যাচ্ছে কলেজ ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে কোন ছাত্রের পক্ষে ভর্তির আবেদনপত্র দাখিল করা সম্ভব নয়।

লক্ষণীয় যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন বোর্ড কর্তৃপক্ষেরও যেন করার কিছু নেই। এবার এ সকল দায়–দায়িত্ব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধায় তারা যেন হাত গুটিয়ে বসে আছেন। জানিয়েছেন আগামী বছর দায়িত্ব নেবেন বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু এমন করে কি দায়িত্ব এড়ান যায়? মুখ্যত সব কিছুর সমন্বয় করার দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষের। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করায় এবার এসএসসি ফল প্রকাশ নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছে। আর কোথায় কাদের তত্ত্বাবধানে কম্পিউটারে সব কাজ হচ্ছে সে খবর ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের রাখার বা জানার কথা নয়। তাদের কাছে শিক্ষা বোর্ডই প্রথম এবং শেষ কথা এবং সে দায়িত্ব তাদেরই পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অন্যের উপর দায় চাপিয়ে সমস্যা এড়িয়ে যাবার কোন অবকাশ নেই এবং আশা করা অন্যায় হবে না যে এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তৎপর হবেন।